ইমাম হুসাইন رضي الله عنه এর জীবণী

১০ মুহাররমুল হারাম ১৪৪৭ হিজরির
সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

05 - July - 2025

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 3
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 4
সিবত-এর অর্থ এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান..... 6
حُسَیۡنٌ مِنِّی (হুসাইনু মিন্নি) এর অর্থ..... 7
ইমাম হুসাইনের প্রতি ভালোবাসার ফযীলত..... 8
সে জান্নাতে আমাদের সাথে থাকবে...!!..... 9
হুসাইনের ভালোবাসার বরকতে ক্ষমা লাভ হয়ে গেলো..... 9
ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি..... 11
ইমাম হুসাইনের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসসমূহ..... 12
পাক পাঞ্জাতনও ...!! জান্নাতী! জান্নাতী!..... 14
হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্য আলো জ্বলে উঠলো..... 15
ইমাম হুসাইনের ইবাদত..... 16
ইমাম হুসাইনের ৪টি প্রিয় ইবাদত..... 16
মোবারক পোশাকে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা..... 18
ইসবাল কাকে বলে?..... 19
ইমামে আলী মাকামের গরীবদের প্রতি ভালোবাসা..... 20
গরীব-মিসকিনদের প্রতি ভালোবাসা..... 20
গরীবদের মন জয় -এর গুরুত্ব..... 21
আল্লাহ পাকের প্রিয় বানানোর আমল..... 22
ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমাকারী..... 23
ইমামে আলী মাকামের শিক্ষামূলক কবিতা..... 26
বিপদ তো কবরের ভেতরে..... 26
ইমামে আলী মাকামের একটি খুতবা..... 28

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মাদে আরাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে দরূদ ও সালামের তোহফা পেশ করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং দরূদ শরীফ পাঠ না করা অনেক বড় বঞ্চনা। আমাদের উচিত দরূদ শরীফ পাঠ করার অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাসে(Habit) পরিণত করা। আসুন! সুলতানে কারবালা, সাইয়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত ২টি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি: (১) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: আমার নানাজান, সুলতানে দোজাহান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যার সামনে আমার আলোচনা করা হলো, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো। **(মু'জামুল কাবীর, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৯, হাদীস: ২৮১৮)**

(২) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতেই বর্ণিত আছে, দোজাহানের তাজদার, মক্কী মাদানী সরদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কৃপণ ঐ

ব্যক্তি যার নিকট আমার আলোচনা করা হলো, অতঃপর সে আমার উপর দরূদ পাঠ করলো না। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮১১, হাদীস: ৩৫৪৬)**

পড়তা রাহা কসরত সে দুরুদ উন পে সদা মায়ঁ
আউর যিকির কা ভি শাউক পায়ে গাউস ও রযা দে
(ওসাইলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১১৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কোনো এক জায়গায় দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। রহমতের নবী, উম্মতের শাফায়াতকারী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে সাথে নিয়ে

www.dawateislami.net

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে এক জায়গায় দেখলেন, রাসূলের নাতি, ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি তখন ছোট ছিলেন, তিনি) শিশুদের সাথে খেলছিলেন। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং (যেমন পিতা নিজের সন্তানের জন্য দু'হাত প্রসারিত করেন যেন সন্তান এসে বুকে জড়িয়ে ধরে, ঠিক সেভাবে) তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের উভয় হাত মোবারক মেলে ধরলেন।

এবার নানা (Grandfather) এবং নাতির (Grandson) ভালোবাসা মাখা দৃশ্যটি দেখুন! প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাইছিলেন যে, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দৌড়ে এসে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরুক, কিন্তু ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করলেন (যেন ছোট শাহজাদা চাইছিলেন যে নানাজান আমাকে ধরুক। অতঃপর যেভাবে শিশুরা মাঝে মাঝে খেলার জন্য দৌড়ায় আর পিতা ইত্যাদি পিছনে আস্তে আস্তে দৌড়ায় এবং শিশু হাসতে থাকে, ঠিক সেভাবেই) রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হাসাতে থাকলেন, অবশেষে তাঁকে ধরে ফেললেন।

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মোবারক দৃষ্টির উপর লাখো সালাম! এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা কত বিস্তারিতভাবে (Detail) প্রিয় নবী, রসূলে হাশেমী এর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চালচলন লক্ষ্য করতেন। অতঃপর বর্ণনার শব্দগুলো এমন: রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ধরলেন, নিজের এক হাত মোবারক তাঁর

www.dawateislami.net

চিবুকের (Chin) নিচে রাখলেন, অন্য হাত মোবারক মাথার পিছনে ঘাড়ের উপর রাখলেন এবং ভালোবাসার সাথে তাঁর মুখ চুম্বন করলেন। তারপর ইরশাদ করলেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا যে হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন। حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاطِ হুসাইন আসবাতের (বংশধরদের) মধ্যে একজন সিবত (বংশধর)। **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৩৭, হাদীস: ১৪৪)**

সিবত-এর অর্থ এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান

সিবত-এর অর্থ হলো: সেই গাছ (Tree) যার শিকড় (Root) একটি এবং শাখা-প্রশাখা (Branches) অনেক বেশি। প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হুসাইন সিবত, অর্থাৎ যেভাবে হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام এর **১২** জন পুত্র থেকে তাঁর বংশধারা চলেছে এবং বাড়তে বাড়তে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক সেভাবেই হুসাইন আমার সিবত কাজেই তার থেকে আমার বংশধারা চলবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে (East & West) ছড়িয়ে পড়বে।

(মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৭৯, সামান্য পরিবর্তনে)

এখানে একটি বড় ঈমান উদ্দীপক বিষয় হলো: আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় নবী, রসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শানে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ

(পারা ৩০, কাউসার, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ : হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুনাবলী দান করেছি।

www.dawateislami.net

এই আয়াতে কাউসারের একটি অর্থ হলো: বংশের আধিক্য। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পারা: ৩০, আল কাউসার, আয়াত: ১ এর অধীনে, পৃষ্ঠা: ৯০৬, সামান্য পরিবর্তনে)** এটা রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান যে, যদিও তাঁর শাহজাদারা যৌবন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না, সকল শাহজাদা শৈশবেই (Childhood) ইন্তিকাল করেছেন, তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বংশকে টিকিয়ে রেখেছেন। দেখুন! আজও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সাদাতে কিরাম দুনিয়ায় বিদ্যমান। এটাই হলো; বংশের প্রাচুর্য। অর্থাৎ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলছেন যে, আল্লাহ করীম আমাকে এই শান দান করেছেন যে, আমার বংশ অনেক বেশি হবে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, কিন্তু আমার এই শানের প্রকাশ হুসাইনের মাধ্যমে হবে। কারণ حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاط হুসাইন একটি মজবুত শিকড়ওয়ালা বৃক্ষ, যদিও তিনি নিজে শহীদ হয়ে যাবেন কিন্তু তাঁর মাধ্যমে আমার বংশ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

حُسَیۡنٌ مِنِّی (হুসাইনু মিন্নি) এর অর্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মোবারকে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن অর্থাৎ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যখন কারো প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়, তখন আরবিতে (Arabic) এই ধরনের বাক্য বলা হয়। যেমন ফার্সির একটি (কবিতা) আছে:

مَنۡ تُو شُدَمۡ تُوۡ مَنۡ شُدِیۡ، مَنۡ تَنۡ شُدَمۡ، تُوۡ جَاں شُدِیۡ
تَا کَس نَہ گُوۡیَدۡ بَعۡدَ اَزِیۡں مَنۡ دِیۡگَرَمۡ تُوۡ دِیۡگَرِیۡ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আমি তুমি হয়ে গেছি আর তুমি আমি হয়ে গেছো, আমি দেহ আর তুমি প্রাণ। এরপর কেউ যেন বলতে না পারে যে আমি অন্য আর তুমি অন্য।

এই মহান বাণীর অর্থ হলো এই যে, হুসাইন এবং আমি দুইটি দেহ এক প্রাণ । আমার ভালোবাসা হুসাইনের ভালোবাসা, হুসাইনের ভালোবাসা আমার ভালোবাসা। ঠিক সেভাবেই যে হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করে সে যেন এটা না ভাবে যে সে হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করছে, বরং সে আমার সাথেই যুদ্ধ করছে। মনে রাখবেন! ভবিষ্যতে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে (কারবালার ময়দানে) যে ঘটনাগুলো (Events/ Incidents) ঘটতে চলেছিল, প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা নূরে নবুওয়্যাত দ্বারা দেখে নিয়েছিলেন। একারণে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে এত গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৭৯)

ইমাম হুসাইনের প্রতি ভালোবাসার ফযীলত

অতঃপর প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেছেন যে, اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا অর্থাৎ যে হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন। **(তিরমিযী,, পৃষ্ঠা: ৮৫৭, হাদীস: ৩৭৮২)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** একটু চিন্তা করুন! ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ঈমানী ভালোবাসা রাখা কত বড় ফযীলতের বিষয় যে, যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালোবাসে, সে বান্দা আল্লাহ পাকের মাহবুব (প্রিয়) হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

সে জান্নাতে আমাদের সাথে থাকবে...!!

ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহান বাণী: যে আমাদের সাথে দুনিয়ার জন্য ভালোবাসা রাখে, সে তো দুনিয়াদার; সে তো যেকোনো ভালো বা মন্দের সাথে ভালোবাসা স্থাপন করে । হ্যাঁ! যে আমাদের সাথে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা রাখে, সে এবং আমরা কিয়ামতের দিন এমনভাবে একসাথে থাকবো, এই বলে তিনি শাহাদাত এবং তার পাশের আঙুল (Finger) কে মেলালেন।

কিঁউ না হোঁ রুতবা বড়া আসহাব ও আহলে বাইত কা
হে খোদায়ে মুস্তফা, আসহাব ও আহলে বাইত কা,
জীনা মরনা উনকি উলফত মে হো ইয়া রব!
কুরব জান্নাত মে আতা আসহাব ও আহলে বাইত কা
হাশর মে মুঝকো শাফায়াত কি আতা খাইরাত হো-
ওয়াস্তা ইয়া মুস্তফা! আসহাব ও আহলে বাইত কা

(মাকতালুল হুসাইন লিত-তাবারানী, পৃষ্ঠা: ৭৬, ক্রম: ১১৫)

হুসাইনের ভালোবাসার বরকতে ক্ষমা লাভ হয়ে গেলো

আল্লামা ইবনুল জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লেখেন: একবার হযরত আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে তাঁর সৈন্যবাহিনী সমবেত করা হলো। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর আধিক্য দেখে মনে মনে ভাবলেন: আহা! যদি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের সময় আমি কারবালায় উপস্থিত থাকতাম, আমার কাছে এতই সৈন্য (Army) থাকতো, তাহলে আমি আমার প্রাণ, আমার শান-শওকত এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনী তাঁর কদমে কুরবান (Sacrifice) করে দিতাম। **(ওসাইলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৩৫)**

www.dawateislami.net

ঐ যুগের কোনো একজন ওলীর স্বপ্নে গায়েবের(অদৃশ্যের) খবর রাখেন যিনি সেই নবী, রসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো,নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইসকে বলে দাও যে, তার মনে যে খেয়াল এসেছে, আমি সে বিষয়ে অবগত এবং আমি তার এই ইচ্ছাকে কবুল করে নিয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এই ইচ্ছার উপর অনেক বড় প্রতিদান দান করুক। **(বুস্তানুল ওয়ায়েযীন,, পৃষ্ঠা: ২১৩)**

কিতাবে লেখা আছে: হযরত আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইন্তিকালের (Death) পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার কারণে আমার মনে যে একটি খেয়াল এসেছিলো, তারই বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মাদারিজুন নুবুওয়াহ, প্রথম খন্ড, নবম অধ্যায়,, অংশ: ১, পৃষ্ঠা: ৩০৫)

سُبۡحَانَ اللّٰہ!! سُبۡحَانَ اللّٰہ! ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কী অসাধারণ পুরস্কার...!! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি খাঁটি, অকৃত্রিম, ঈমানী ভালোবাসা নসীব করুক। আল্লাহ পাক আমাদের প্রজন্মকেও (Generations) সাহাবা ও আহলে বাইতের খাঁটি প্রেমিক বানিয়ে দিক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেরে ঝুলি মে না কিঁউ হো দো জাহা কি নে'মাতেঁ-
মাই হু মাঙ্গতা মে গাদা আসহাব ও আহলে বাইত কা
কিঁউ হো মাইউস আয় ফকীরো! আও আ কার লুট লো-
হে খাজানা বাট রাহা আসহাব ও আহলে বাইত

www.dawateislami.net

ফজলে রব সে দো জাহামে কামিয়াবি পায়েগা –
দিল সে জো শায়দা হুয়া আসহাব ও আহলে বাইত কা
(ওসাইলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৩৫)

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✯ সুলতানে কারবালা, সাইয়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মাকাম, ইমামে আরশ মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলের নাতি। ✯ মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী এবং রাসূলের কলিজার টুকরা, সাইয়্যিদা ফাতিমা বতুল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শাহজাদা। ✯ ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৫ই শাবান, ৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। ✯ প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম: হুসাইন ও (শাব্বির) রাখেন। ✯ ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কুন্নিয়াত: আবু আব্দুল্লাহ। ✯ উপাধি: সিবতে রাসূল (রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি) এবং রাইহানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের সাথে সাথেই তাঁর শাহাদাতের খবরও প্রসিদ্ধ (Famous) হয়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরীল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام রিসালাতের দরবারে উপস্থিত হয়ে খবর দিয়েছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মত আপনার নাতিকে শহীদ করে দেবে। হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام তাঁর শাহাদাতের স্থান অর্থাৎ কারবালার মাটিও রিসালাতের দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাকদীরের লেখা পূর্ণ হলো। ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ৭২ জন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সাথে ১০ই মুহাররমুল হারাম,

www.dawateislami.net

৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে ইয়াযীদ পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে হকের আওয়াজ সুউচ্চ করতে গিয়ে, নানার দ্বীনের প্রহরী হয়ে, যুলুম সহ্য করে, দুঃখ ও কষ্টের পাহাড়ের সামনে অবিচল থেকে অত্যন্ত সম্মানের (Respect) সাথে, সাহসিকতার (Bravery) সাথে, শান ও শওকতের সাথে শহীদ হলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, হকের পথে চলার, দ্বীনদারীর, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার, সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করার, সাহসিকতার, বীরত্বের, অবিচলতার এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়ে গেলেন।

হোসাইন এক আলামত হে জিন্দেগী কেলিয়ে-
হোসাইন আযমে সফর হে মুসাফিরি কেলিয়ে,

আরেক কবি বলেনঃ

ফিতরত কি মাসলাহাত কা ইশারা হোসাইন হে-
কোরবানিয়ো কি আঁখ কা তারা হোসাইন হে
ওয়ো ইসলিয়ে লড়ে কেহ সিতম কো মিটা সাকে
ফির কিঁউ না হাম কাহেঁ কে হামারা হোসাইন হে

ইমাম হুসাইনের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসসমূহ

✯ নিয়ামতের বন্টনকারী, জান্নাতের মালিক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতাবা এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: আমার এই দুই পুত্র জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(মু'জামুল কাবীর, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭৪, হাদীস: ২৫৪৯)** ✯ একটি হাদীস শরীফে এসেছে: مَنۡ اَحَبَّهُمَا فَقَدۡ اَحَبَّنِی যে এই দুজনকে (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো; وَ مَنۡ اَبۡغَضَهُمَا فَقَدۡ اَبۡغَضَنِی এবং যে এই দুজনের

www.dawateislami.net

সাথে শত্রুতা রাখলো, সে আমার সাথেই শত্রুতা রাখলো। **(মু'জামুল কাবীর, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮২, হাদীস: ২৫৮১)** ✯ রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলতেন: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান এবং হুসাইন দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮৫৬, হাদীস: ৩৭৭৭)** ✯ প্রিয় আকা, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে শুঁকতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮৫৬, হাদীস: ৩৭৭৯)**

কিয়া বাত রযা উস ছামানিস্তানে করম কি-
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন আউর হাসান ফুল।

(হাদাইকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭৯)

ব্যাখ্যা: হে রযা! ! সেই সম্মানিত, দয়ার বাগান (অর্থাৎ খান্দানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর কী শান যে, যেখানে হযরত ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হলেন কলি এবং হাসনাইন কারিমাইন) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হলেন ফুল। সাইয়্যিদী আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরেক স্থানে রিসালাতের দরবারে আরয করেন

উন দু কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে-
কিজে রযা কো হাঁশর মে খান্দানে মিসালে গুল

(হাদাইকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭৭)

আশেকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه, আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই কবিতার ব্যাখ্যা এভাবে করেন: 'ঐ দুজন' দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই দুজনের সদকা রিসালাতের দরবারে পেশ

www.dawateislami.net

করেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, আপনি আপনার এই দুই ফুলের সদকায় রযার উপর এমন দয়া করুন যেন রযাও কিয়ামতের দিন ফুলের (Flower) মতো হাসতে থাকে। **(দোস্ত কাকে বানানো উচিত?, পৃষ্ঠা: ২১)**

পাক পাঞ্জাতনও ...!! জান্নাতী! জান্নাতী!

বর্ণনায় এসেছে: একবার আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় শাহজাদী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ঐ সময় হযরত আলী মুর্তজা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘুমিয়ে ছিলেন। ইমাম হাসান মুজতবা দুধ চাইলেন। প্রিয় আকা, রসূলে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে নিজের রহমতভরা হাতে বকরীর দুধ (Goat Milk) দোহন করলেন। এখনও ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেননি, এমন সময় ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও দুধ চাইলেন। মহান মর্যাদার অধিকারী, মক্কী মাদানী তাজদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: (বৎস)! প্রথমে তোমার ভাই দুধ চেয়েছে, আমরা প্রথমে তাকে পান করাবো, তারপর তোমাকে দেবো। এটা দেখে সাইয়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মনে হচ্ছে আপনি হাসানকে বেশি ভালোবাসেন...!! তিনি ইরশাদ করলেন: আমি দুজনকেই ভালোবাসি। নিঃসন্দেহে আমি, তুমি, এই দুজন (অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন) এবং এই ঘুমন্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত আলী মুর্তজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) কিয়ামতের দিন একই জায়গায় থাকবো। **(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৬৪)**

হার সাহাবীয়ে নবী -জান্নাতী জান্নাতী-
সব সাহাবিয়্যাত ভি! জান্নাতি জান্নাতি
চার ইয়ারানে নবী - জান্নাতী জান্নাতী,

www.dawateislami.net

হযরতে সিদ্দিক ভি- জান্নাতী জান্নাতী
আউর ওমর ফারুক ভি জান্নাতী জান্নাতী-
উসমানে গনি - জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা আউর আলী জান্নাতী জান্নাতী
হাসান আউর হোসাইন ভি জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে নবী জান্নাতী জান্নাতী -
হার যাওজায়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
আউর আবু সুফিয়ান ভি ! জান্নাতী জান্নাতী –
হে মুয়াবিয়া ভি জান্নাতী জান্নাতী

(ওসাইলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৫৩)

হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্য আলো জ্বলে উঠলো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: একবার রাতের সময় ছিল। মহান মর্যাদার অধিকারী, মক্কী মাদানী তাজদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশার নামায পড়াচ্ছিলেন। ছোট শাহজাদা ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় যেতেন, তখন দুই শাহজাদা তাঁর পিঠ মোবারকের উপর বসে পড়তেন। যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন তাঁদেরকে নরমভাবে ধরে মাটিতে নামিয়ে দিতেন। যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবার সিজদায় যেতেন, তখন দুই শাহজাদা আবার তেমনই করতেন। যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায শেষ করলেন, তখন দুই শাহজাদাকে কোলে বসিয়ে নিলেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি এগিয়ে গিয়ে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! শাহজাদাদেরকে কি ঘরে ছেড়ে আসবো? তিনি

www.dawateislami.net

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনুমতি দিলেন। এক বর্ণনায় আছে: গলিতে অন্ধকার ছিল, তাই দুই শাহজাদার ঘরে যেতে ভয় (Fear) লাগছিল। অতঃপর সেই শাহজাদাদের খাতিরে তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো এবং গলি আলোকিত হয়ে গেলো। যতক্ষণ না শাহজাদারা নিজেদের ঘরে পৌঁছালেন, ততক্ষণ আলো বিদ্যমান ছিল। **(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৫৮-১৫৯)**

ইমাম হুসাইনের ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আকা, সুলতানে কারবালা, ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক ইবাদতকারী, মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর জাযারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লেখেন যে: ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ্জ করতেন, সদকা ও খয়রাত (Charity) করতেন এবং সকল ভালো কাজ সম্পাদন করতেন। **(উসদুল গাবা, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭, ক্রম: ১১৭৩)** শাহজাদা ইমামে আলী মাকাম হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার আব্বাজান ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিন-রাতে এক হাজার নফল নামায আদায় করতেন। **(আল-ইকদুল ফরীদ,, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১১৪)** ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি ২৫টি হজ্জ পায়ে হেঁটে আদায় করেছেন। **(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৮০)**

ইমাম হুসাইনের ৪টি প্রিয় ইবাদত

আশুরার রাতে যখন ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই হযরত আব্বাস আলামবারদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: কোনোভাবে যুদ্ধকে আগামীকালের জন্য স্থগিত

www.dawateislami.net

(Postpone) করিয়ে দিন! যাতে আজ রাতে আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে পারি। আল্লাহ পাক খুব ভালো করেই জানেন যে, আমার (১) নামায পড়া, (২) কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করা, (৩) অধিক পরিমাণে দু'আ করা এবং (৪) অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা খুবই পছন্দ। **(আল-কামিল ফিত তারিখ,, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালোবাসা আনুগত্য করায়। ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কেমন? আমরা একটু চিন্তা করি? ১০ই মুহাররমুল হারামের রাতটি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাহ্যিক জীবনের শেষ রাত ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখুন!

হায়! হায়! হায়! আমরা ইমাম হুসাইনের গোলামরাও যদি আমাদের মাহবুবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত ও রিয়াযত করতে করতে নিজেদের জীবনের দিন-রাত অতিবাহিত করতাম। মনে রাখবেন! হাদীস শরীফে আছে: বান্দা তারই সাথে থাকবে, যার সাথে সে ভালোবাসা রাখে। **(বুখারী,, পৃষ্ঠা: ৯৩৪, হাদীস: ৩৬৮৮)** যদি আমরা মুখে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করতে থাকি কিন্তু ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক জীবনীকে গ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের ভালোবাসা অসম্পূর্ণ। কারণ প্রেমিক তার মাহবুবের পিছনে পিছনে চলে। হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর মোবারক চেহারায় তাঁর নানাজান রহমতে আলামিয়ান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নত দাড়ি শরীফ সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর আব্বাজান মাওলা মুশকিল কুশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘন

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ পরিপূর্ণ) দাড়ি শরীফ ছিল। আমরা চিন্তা করি, আমাদের চেহারায় কি এই সুন্নতে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আছে? ইমামে আলী মাকাম হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর মোবারক জীবনের শেষ ফজরের নামায নিজের তাঁবুতে (Tent) বা-জামাত আদায় করেছিলেন, যখন শত্রুরা চারদিক থেকে তলোয়ার চমকাচ্ছিল। আহলে বাইতে আতহার عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর আসল ভালোবাসা তাঁদের অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত। ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা-জামাত আদায় করা উচিত এবং সময় এলে দ্বীনের খাতিরে সব ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহ করীম আমাদের সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা নসীব করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মোবারক পোশাকে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা

ইমামে আলী মাকামের দরজী (Tailor), যার কাছ থেকে তিনি কাপড় সেলাই করাতেন, সে বলে: আমি ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে আরয করলাম: পোশাকের দৈর্ঘ্য কি পায়ের পাতা পর্যন্ত রাখবো? তিনি বললেন: না। আমি আরয করলাম: টাখনুর নিচে পর্যন্ত রাখবো? তিনি বললেন: مَا اَسۡفَلَ مِنَ الۡکَعۡبَیۡنِ فِی النَّارِ অর্থাৎ যে কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলে থাকে, তা জাহান্নামের আগুনে যাবে।

(মাকতালুল হুসাইন লিত-তাবারানী, পৃষ্ঠা: ৩৩, ক্রম: ২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সুন্নতসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পোশাকে সুন্নত হলো এই যে,

www.dawateislami.net

তহবন্দ (বা সালোয়ার ইত্যাদি) টাখনুর উপরে থাকবে। ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

এবার ইমাম হুসাইনের প্রতি ভালোবাসার দাবিদাররা নিজেদের পোশাকের দিকে একটু খেয়াল করি, আমরা কি পোশাকে সুন্নতের খেয়াল রাখি নাকি আধুনিক ফ্যাশনের উপর চলি? আমাদের মাথায় কি সুন্নতের পাগড়ী শরীফ শোভা পায় নাকি না? আমাদের সালোয়ার, পাজামা বা প্যান্ট ইত্যাদি কি টাখনুর উপরে থাকে নাকি আধুনিক ফ্যাশনের (Latest Fashion) প্রতি অযাচিত ভালোবাসার কারণে টাখনুর নিচে ঝুলতে থাকে? আহ! আফসোস! আজকাল (ফ্যাশন-আসক্তি) যুগ চলছে। চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, পরা ইত্যাদিতে সুন্নতের খেয়াল রাখা তো দূরের কথা, অনেক মানুষ এই সুন্নতগুলো সম্পর্কে জানেই না। হায়! ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় আমাদের সুন্নতসমূহের প্রতি ভালোবাসা নসীব হোক। হাদীস শরীফে আছে: مَنۡ اَحَبَّ سُنَّتِیۡ فَقَدۡ اَحَبَّنِیۡ وَمَنۡ اَحَبَّنِیۡ كَانَ مَعِیَ فِی الۡجَنَّةِ যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো এবং যে আমাকে ভালোবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৫, হাদীস: ১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা-
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা

ইসবাল কাকে বলে?

খেয়াল রাখবেন! সালোয়ার, পাজামা বা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর (Ankles) নিচে রাখা কে ইসবাল বলা হয় **(বাহারে শরীয়ত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৩২, অংশ: ৩)**

এবং এটি মাকরুহে তানযীহী (অর্থাৎ শরীয়তে অপছন্দনীয়)। হ্যাঁ! আত্মম্ভরিতা (Self-Centeredness) এবং অহংকারের (Arrogance) নিয়্যতে হলে তা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযভিয়া, খন্ড: ২২, পৃষ্ঠা: ১৬৭)**

ইমামে আলী মাকামের গরীবদের প্রতি ভালোবাসা

ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি খুব সুন্দর গুণ হলো, তিনি গরীব, মিসকিন, এতিমদের (Orphans) খুব খেয়াল রাখতেন। একবার তিনি বলেছিলেন: আমরা আহলে বালা (অর্থাৎ দুনিয়াতে আমাদের জন্য অনেক পরীক্ষা রয়েছে), আমরা দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস ছেড়ে দিয়েছি, আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের জীবন অন্যদের আকাঙ্ক্ষা (Wishes) পূরণের জন্য উৎসর্গ (Dedicate) করে দিয়েছি। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১১৫)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! কী শান ইমামে আলী মাকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ...!!

গরীব-মিসকিনদের প্রতি ভালোবাসা

একবার ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্মানিত স্ত্রী (Wife) তাঁকে এই বার্তা পাঠালেন যে, আমরা ঘরে আপনার জন্য সেরা খাবার এবং সুগন্ধি (Perfume) তৈরি করে রেখেছি। আপনি যাকে আপনার যোগ্য মনে করেন, তাকে সাথে নিয়ে ঘরে তাশরীফ আনুন। এই বার্তা শুনে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে যে গরীব-মিসকিনরা জমা হয়েছিলেন, তাদের সাথে নিয়ে ঘরে

www.dawateislami.net

এলেন এবং সম্মানিত স্ত্রীকে বললেন: আমি তোমাকে তোমার হকের কসম দিচ্ছি! তুমি খাবার ও সুগন্ধি বাঁচিয়ে রাখবে না। সম্মানিত স্ত্রী তেমনই করলেন, সমস্ত খাবার ও সুগন্ধি হাজির করলেন। ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই গরীব-মিসকিনদের খাবার খাওয়ালেন, তাদের কাপড় দান করলেন এবং সুগন্ধিও লাগিয়ে দিলেন। **(মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানী, পৃষ্ঠা: ১০৪, ক্রম: ১৭২)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কী অপূর্ব শান...!! আমাদের আকা, আমাদের মাহবুব, রাসূলের নাতি, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গরীবদের সাথে কেমন ভালোবাসা রাখতেন! হায়! আমরাও যদি গরীবদের ভালোবাসতাম, তাদের কাজে আসতাম, মিসকিন, ইয়াতীম, অসহায়দের দুঃখ ভাগ করে নিতাম।

গরীবদের মন জয় -এর গুরুত্ব

গরীবদের (মন জয়)-এর কতটা গুরুত্ব, তার আন্দাজ এই (বিষয়) থেকে করুন যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী, রসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হুকুম দিয়েছেন:

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِيِّ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ

(পারা ১৫, আল কাহাফ, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন যারা সকাল সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহবান করে,তারই সন্তুষ্টি চায় ।

এই আয়াতে কারীমা ঐসব সাহাবীদের হকে নাযিল হয়েছে, যারা পূর্বে গোলামীর (Slavery) জীবনযাপন করেছিলেন, তারা গরিব ছিলেন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হুকুম দিয়েছেন যে, হে প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! নিজেকে ঐ গরিব সাহাবীদের সাথে আবদ্ধ রাখুন! হযরত খাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার পর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, প্রিয় নবী, রসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের সাথে তাশরীফ রাখতেন। আমরা নিজেরা অনুমতি নিলে নিতাম, নতুবা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের সেখানে বসা অবস্থায় ছেড়ে কখনো উঠতেন না।

(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৪৭ ও ৪৪৮)

বে দাম হি বিক যাইয়ে বাজারে নবী মেঁ-
ইস শান কে সাওদে মেঁ খসারে নেহি হোতে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত গরীব, মিসকিন, এতিমদের সাথে ভালোবাসা রাখা, অন্তরে তাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো, তাদের সাথে সম্মানের (Respect) সাথে উপস্থাপন হওয়া এবং যতদূর সম্ভব তাদের (আশ্রয়) হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ পাক আমাদের আমলের তৌফিক দান করুক।

আল্লাহ পাকের প্রিয় বানানোর আমল

হাসানী-হুসাইনী সাইয়্যিদ, হুযুর গাউসে পাক শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইরশাদ করেন: হে সম্পদশালীরা! যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও, তবে নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও! **(ফাতহুর রহমান, পৃষ্ঠা: ১২৭)** অতঃপর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করলেন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রসূলে

www.dawateislami.net

হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: মানুষ আল্লাহ পাকের ইয়াল (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বান্দা এবং তাঁর মুখাপেক্ষী)। আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে-ই, যে আল্লাহ পাকের ইয়ালকে সবচেয়ে বেশি (উপকার) পৌঁছায়। **(মাওসূ'আ ইবনে আবিদ দুনিয়া, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৯, হাদীস: ২৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী, প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার সংগঠন। দা'ওয়াতে ইসলামীর FGRF বিভাগ বিশেষত এই উদ্দেশ্যে কাজ করে । গরিব, অসহায়, এতিম, মিসকীনদের সহানুভূতি করা, তাদের সহযোগী হওয়া, তাদের সাহায্য করা, বিপদের সময়ে উম্মতের সাহারা হওয়া, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা বিশেষ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আপনারাও (FGRF) এর সঙ্গ দিন নেক কাজে অংশ নিন। (اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ الۡکَرِیۡم!) দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যান নসীব হবে ।

হো মেরা কাম গারিবো কি হিমায়ত কর না-
দরদ মন্দো সে যায়িফোঁ সে মুহব্বত কর না
মেরে আল্লাহ ! বুরায়ি সে বাচানা মুঝকো –
নেক জো রাহ হো, উস রাহ পে চালানা মুঝকো

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমাকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি প্রিয় অভ্যাস এটাও ছিল যে, যে-ই তাঁকে কষ্ট দিত, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। অতঃপর ইসাম বিন মুসতালিক, যে মাওলায়ে কায়েনাত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বিদ্বেষ রাখতো, সে একবার ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে তাঁর

www.dawateislami.net

আব্বাজান মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মন্দ বলতে শুরু করলো। এর উপর ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে কিছুই বললেন না, কোনো retaliatory (প্রতিশোধমূলক) পদক্ষেপও নিলেন না, বরং اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَ اۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾ وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ

(পারা ৯, আল আরাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎ কর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ঐ সব লোক,যারা তাকওয়ার অধিকারি হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে,তখন তারা সাবধান হয়ে যায়, তখন তাদের চক্ষু খুলে যায়।

অতঃপর বললেন: (হে ইসাম) নিজের উপর বোঝা হালকা রাখো...!! আমি আল্লাহ পাকের কাছে তোমার জন্য এবং নিজের জন্য ক্ষমার প্রশ্ন করছি।

(তাফসীরে বাহরুল মুহীত, পারা: ৯, আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০১ এর অধীনে, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫৭০)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** চিন্তা করুন! কী সুন্দর (ভঙ্গি), কত সুন্দর (চরিত্র)। সামনের জন মন্দ বলছে আর ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে ক্ষমার দু'আ দিচ্ছেন। ঘৃণা দূর করে ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য এটা

www.dawateislami.net

খুবই সুন্দর একটি (পন্থা)। আমাদেরও এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ

(পারা ২৪, হা-মীম সাজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো তখনই ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো,এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাফসীরে সিরাত-উল-জিনানে আছে: এই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের (নৈতিকতা)-এর অত্যন্ত উচ্চ, (ব্যাপক) এবং (অসাধারণ) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মন্দকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করো; যেমন কারো পক্ষ থেকে কষ্ট পৌঁছালে তার উপর ধৈর্য ধরো, কেউ মূর্খ্যতা ও বোকামির আচরণ করলে তার উপর সহনশীলতা (Comprehensive) ও ধৈর্য (Tolerance)এর বহিঃপ্রকাশ (প্রদর্শন) করো এবং নিজের সাথে (দুর্ব্যবহার) হলেও (ক্ষমা ও মার্জনার) সাথে কাজ নাও...!!

(তাফসীরে সিরাত-উল-জিনান, পারা: ২৪, হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত: ৩৪ এর অধীনে, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬৪১)

সাইয়্যিদী আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নানায়ে হুসাইন, সুলতানে দারাইন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাত শরীফে লেখেন:

বদ হাঁসে তুম উন কি খাতির - রাত ভর রুয়ো করাহো
বদ করেঁ হার দম বুরায়ি - তুম কহো উন কা ভালা হো

(হাদাইকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৩৯)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরও ক্ষমা করার, মন্দের (প্রতিদান) (ভালো) দিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুক।

ইমামে আলী মাকামের শিক্ষামূলক কবিতা

ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বলেন: একবার ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরস্থানে গেলেন এবং আরবী ভাষায় কবিতা পড়লেন (যার অনুবাদ নিম্নরূপ): আমি কবরবাসীদের ডাকলাম, কিন্তু তারা নীরব (Silent) রইল। তারপর তাদের কবরের মাটি আমাকে জবাব দিল, বললো: তুমি কি জানো, আমি আমার বাসিন্দাদের কী (অবস্থা) করেছি? আমি তাদের (মাংস) ছিঁড়ে নিয়েছি, (পোশাক) ছিঁড়ে ফেলেছি, তাদের চোখ গলিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি, তাদের অস্থিসন্ধি আলাদা আলাদা করে দিয়েছি, তাদের (হাড়) ভেঙে দিয়েছি এবং তাদের দেহগুলো সম্পূর্ণ গলিয়ে দিয়েছি এবং তাদের উপর দুর্যোগ দীর্ঘায়িত হয়েছে।

(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৮৭)

বিপদ তো কবরের ভেতরে

রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কবর দেখতেন, তখন বলতেন: উপর থেকে এই কবরগুলো কী সুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু বিপদ তো এদের ভেতরে।

اَللّٰہُ! اَللّٰہُ! হে আল্লাহর বান্দারা...! দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে যেয়ো না! নিঃসন্দেহে কবর আমলের ঘর (অর্থাৎ সেখানে আমলই সাথে যাবে), নেক আমল করে নাও! এ থেকে (Carelessness) (উদাসীনতা) করো না...!! **(বুস্তানুল ওয়ায়েযীন, পৃষ্ঠা: ১৫৭)**

www.dawateislami.net

কবর রোওযানা ইয়ে করতি হে পুকার
মুঝমে হে কিড়ে মাকুড়ে বেশুমার
ইয়াদ রাখ! মাই হু আন্ধিরি কোঠরি
তুঝকো হোগি মুঝ মে সুন! ওয়াহশত বড়ি
মেরে আন্দার তু একেলা আয়ে গা
হা মগর আ'মাল লেতা আয়ে গা
ঘুপ আন্ধিরি কবর মে যব যায়ে গা
বে আমল বে ইন্তিহা ঘাবরায়ে গা
করলে তাওবা রবকি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ার না সাজা গো গি কড়ি

(ওসাইলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭১১ ও ৭১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরস্থানেও যেতেন। আমাদেরও উচিত শিক্ষা অর্জনের জন্য কবরস্থানে যাওয়া, সেখানে দাফনকৃত মুসলমানদের জন্য ফাতিহা শরীফ পড়া, তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করা এবং সাথে সাথে শিক্ষা গ্রহণ করা। সেখানে বসে চোখ বন্ধ করে (কল্পনা) করুন, ভাবুন যে, অচিরেই আমাকেও এখানেই আসতে হবে। আহা! আমারও শেষ ঠিকানা এটাই হবে। হায়! হায়! কবরের এই (একাকীত্ব), (ভয়), অন্ধকার...!! আহা! কবর আমার (সৌন্দর্য) নষ্ট করে দেবে, (শক্তি) ও (বল) সব শেষ হয়ে যাবে, চোখ গলে বেয়ে পড়বে, মাংস ঝরে যাবে। আহা! আমার এই সুন্দর দেহকে (Beautiful Body) মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপর...!! তারপর কিয়ামতের দিন ওঠা, রব্বুর রহমানের সামনে (হাজির) হওয়া এবং নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে।

www.dawateislami.net

কবর রোওযানা ইয়ে করতি হে পুকার
মুঝমে হে কিড়ে মাকুড়ে বেশুমার
ইয়াদ রাখ! মাই হু আন্ধিরি কোঠরি
তুঝকো হোগি মুঝ মে সুন! ওয়াহশত বড়ি
মেরে আন্দার তু একেলা আয়ে গা
হা মগর আ'মাল লেতা আয়ে গা
ঘুপ আন্ধিরি কবর মে যব যায়ে গা
বে আমল বে ইন্তিহা ঘাবরায়ে গা
করলে তাওবা রবকি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ার না সাজা গো গি কড়ি

(ওসাইলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭১১ ও ৭১২)

এই (পদ্ধতি)-তে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আমরা কবরস্থানে যাওয়ার অভ্যাস (Habit) বানাই। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ অন্তরের মরিচা দূর হবে, গুনাহর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং নেকী করার (মানসিকতা) তৈরি হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক।

ইমামে আলী মাকামের একটি খুতবা

শেষে আসুন! ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি শিক্ষামূলক খুতবা শুনি: তারিখে ইবনে আসাকিরে আছে, কারবালার দিনে ১০ই মুহাররমুল হারামের সকালে ইমামে আলী মাকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ পাককে ভয় করো! এবং দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো! নিঃসন্দেহে এই দুনিয়াতে যদি কারো চিরকাল থাকার হতো, তবে অবশ্যই আম্বিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام চিরকাল থাকতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখানকার বাসিন্দারা সবাই নশ্বর হওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে, দুনিয়ার নতুন জিনিস পুরনো হয়ে যায়, এখানকার নিয়ামত শেষ হয়ে যায়, এখানকার (আনন্দ) শেষ হয়ে যায় (সুতরাং)! সফরের (সরঞ্জাম) তৈরি করো! নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম সফরের সরঞ্জাম (তাকওয়া) ই। আল্লাহ পাককে ভয় করো! যাতে তোমরা সফল (Successful) হতে পারো...!! **(তারিখে মদীনা দামিশক, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২১৮)**

আল্লাহ পাক আমাদেরও খোদাভীতি এবং দুনিয়ার প্রতি (নির্লিপ্ততা) নসীব করুক এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net